

## কালিমাতুল্লাহ্

### বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

#### রুকু ১

(১-৫)শুরু থেকেই আল্লাহ আছেন। আল্লাহর কালাম তাঁর নিজের মধ্যেই ছিলো, এই কালামই হলো আল্লাহর কথা। আল্লাহ তাঁর কথা দ্বারাই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মুখের কথা ছাড়া কিছুই সৃষ্টি হয়নি। আল্লাহর কালাম জীবন্ত এবং তা মানুষের জন্য আলো। আর এই কালাম অন্ধকারে আলো দিচ্ছে আর অন্ধকার তা গ্রহণ করেনি।

(৬)আল্লাহ একজন মানুষকে পাঠালেন, তাঁর নাম ছিলো হযরত ইয়াহিয়া আ.। (৭)তিনি আলোর বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন, যেনো সকলে তার দ্বারা ইমান আনতে পারে। (৮)তিনি নিজে সেই আলো ছিলেন না কিন্তু তিনি সেই আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন। (৯)প্রত্যেকের ওপর আলো দানকারী সেই সত্য কালাম দুনিয়াতে আসছিলো।

(১০)কালাম দুনিয়াতে ছিলো এবং দুনিয়া তাঁর দ্বারাই হয়েছিলো, তবুও দুনিয়া তাঁকে বুঝলো না। (১১)যা-কিছু তার নিজের, তিনি তার মধ্যেই এলেন কিন্তু তারা তাঁকে গ্রহণ করলো না। (১২)তবে যতোজন তাঁকে গ্রহণ করলো, যারা তাঁর নামের ওপরে ইমান আনলো, তিনি তাদের আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হওয়ার অধিকার দিলেন। (১৩)এই অধিকার রক্ত থেকে হয়নি, শারীরিক কামনা বা পুরুষের বাসনা থেকেও হয়নি কিন্তু আল্লাহ থেকেই হয়েছে।

(১৪)কালাম মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে আমাদের মধ্যে বাস করলেন এবং আমরা তাঁর মহিমা দেখেছি; কোনো পিতার একমাত্র ছেলের মহিমার মতো, যা রহমতে ও সত্যে পরিপূর্ণ।

(১৫)হযরত ইয়াহিয়া আ. তাঁর বিষয়ে জোর গলায় সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, “ইনিই তিনি, যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, ‘যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার আগে থেকেই ছিলেন।’”

(১৬)আমরা সবাই তাঁর পূর্ণতা থেকে রহমতের ওপরে রহমত পেয়েছি। (১৭)নিশ্চয়ই হযরত মুসা আ.এর মধ্য দিয়ে শরিয়ত দেয়া হয়েছিলো কিন্তু হযরত ইসা মসিহের মধ্য দিয়ে রহমত ও সত্য এসেছে।

(১৮)আল্লাহকে কেউ কখনো দেখেনি। তাঁর একমাত্র একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, যিনি প্রতিপালকের বৃকে ছিলেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।

(১৯)যখন জেরুসালেম থেকে ইহুদিরা তাদের ইমামদের ও লেবীয়দের হযরত ইয়াহিয়া আ.র কাছে জানতে পাঠালো, তখন হযরত ইয়াহিয়া আ. তাদের কাছে এই সাক্ষ্যই দিলেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কে?” (২০)তিনি স্বীকার করলেন এবং অস্বীকার করলেন না; বরং স্বীকার করলেন যে, “আমি মসিহ নই।”

(২১)তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তবে কে? আপনি কি হযরত ইলিয়াস আ.?” তিনি বললেন, “না, আমি নই।” “আপনি কি সেই নবি?” জবাবে তিনি বললেন, “না।”

(২২)তখন তারা তাকে বললেন, “তাহলে আপনি কে? যারা আমাদের পাঠিয়েছে, ফিরে গিয়ে তাদের তো জবাব দিতে হবে। আপনার নিজের সম্বন্ধে আপনি কী বলেন?” (২৩)তিনি বললেন, হযরত ইসাইয়া নবি যেমন বলেছেন, “আমি একজনের কণ্ঠস্বর, যিনি মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে জানাচ্ছেন, “তোমরা মালিকের পথ সোজা করো।”

(২৪)যাদেরকে ফরিসীদের কাছ থেকে পাঠানো হয়েছিলো, (২৫)তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “যদি আপনি মসিহও নন, ইলিয়াসও নন, কিংবা সেই নবিও নন, তাহলে কেনো বায়াত দিচ্ছেন?”

(২৬)হযরত ইয়াহিয়া আ. জবাবে তাদের বললেন, “আমি পানিতে বায়াত দিচ্ছি। আপনাদের মধ্যে একজন আছেন, যাঁকে আপনারা চেনেন না; (২৭)উনিই তিনি, যিনি আমার পরে আসছেন। আমি তাঁর জুতোর ফিতা খোলার যোগ্যও নই।” (২৮)জর্দান নদীর ওপারে, বেথানিয়ায়, যেখানে হযরত ইয়াহিয়া আ. তরিকা দিচ্ছিলেন, সেখানে এসব ঘটেছিলো।

(২৯)পরদিন তিনি হযরত ইসা আ.কে তার নিজের দিকে আসতে দেখে বলেন, “ওই দেখো, আল্লাহর মেসিশি, যিনি দুনিয়ার গুনাহ দূর করেন। (৩০)উনিই তিনি, যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম- ‘আমার পরে একজন আসছেন, যিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার আগে থেকেই আছেন।’ (৩১)আমি নিজে তাঁকে চিনতাম না কিন্তু তিনি যেনো বনি-ইস্রাইলের কাছে প্রকাশিত হোন, সেজন্য আমি এসে পানিতে বায়াত দিচ্ছি।”

(৩২)হযরত ইয়াহিয়া আ. এই সাক্ষ্য দিলেন, “আমি আল্লাহর রুহকে কবুতরের মতো হয়ে আসমান থেকে নেমে আসতে এবং তাঁর ওপরে বসে থাকতে দেখেছি। (৩৩)আমি নিজে তাঁকে চিনতাম না কিন্তু যিনি আমাকে পানিতে বায়াত দিতে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে বলে দিয়েছেন, ‘যাঁর ওপরে আমার রুহকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই সেই, যিনি আমার রুহে বায়াত দেবেন।’ (৩৪)এবং আমি নিজে তা দেখেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, উনিই আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন।”

(৩৫)পরদিন হযরত ইয়াহিয়া আ. ও তার দু’জন সাহাবি আবার সেখানে ছিলেন। (৩৬)হযরত ইসা আ.কে হেঁটে যেতে দেখে তিনি বললেন, “ওই দেখো, আল্লাহর মেসিশি।” (৩৭)সেই সাহাবি দু’জন তার একথা শুনলেন এবং ইসার পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন।

(৩৮)হযরত ইসা আ. পেছন ফিরে তাদের আসতে দেখে বললেন, “তোমরা কীসের খোঁজ করছো?” তারা তাঁকে বললেন, “হুজুর, আপনি কোথায় থাকেন?” (৩৯)তিনি তাদের বললেন, “এসো এবং দেখো।” তারা এলেন ও দেখলেন তিনি কোথায় থাকেন এবং সেই দিন তারা তাঁর সাথেই রইলেন। তখন বিকেল প্রায় চারটে।

(৪০)হযরত ইয়াহিয়া আ.র কথা শুনে যে-দু’জন তাঁর পেছনে পেছনে গিয়েছিলেন, তাদের একজন সাফওয়ান পিতরের ভাই আন্দিয়ান।

(৪১)তিনি প্রথমে তার ভাই সাফওয়ানকে খুঁজে বের করলেন এবং বললেন, “আমরা মসিহের দেখা পেয়েছি।” (৪২)তিনি সাফওয়ানকে হযরত ইসা আ.র কাছে আনলেন, আর তখন হযরত ইসা আ. তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি সাফওয়ান ইবনে ইউহোন্না কিন্তু তোমাকে কেফা অর্থাৎ পিতর বলে ডাকা হবে।”

(৪৩)পরদিন হযরত ইসা আ. গালিলে যাবেন বলে ঠিক করলেন। তিনি ফিলিপকে পেয়ে বললেন, “এসো, আমার অনুসারী হও।” (৪৪)ফিলিপ ছিলেন বেতসাইদার লোক। আন্দিয়ান এবং পিতরও ওই একই গ্রামের লোক ছিলেন। (৪৫)ফিলিপ নথনেলকে খুঁজে বের করে বললেন, তওরাতে হযরত মুসা আ. য়াঁর কথা বলে গেছেন এবং য়াঁর বিষয়ে নবিরাত লিখেছেন, আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি; তিনি নাসরতের ইসা।”

(৪৬)নথনেল ফিলিপকে বললেন, “নাসরত থেকে কি ভালো কোনো কিছু আসতে পারে?” ফিলিপ তাকে বললেন, “এসে দেখো।”

(৪৭)হযরত ইসা আ. নথনেলকে নিজের দিকে আসতে দেখে তার বিষয়ে বললেন, “ওই দেখো, একজন সত্যিকারের ইস্রাইলীয়, যার মনে কোনো ছলনা নেই।” (৪৮)নথনেল তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কেমন করে আমাকে চিনলেন?” ইসা উত্তরে বললেন, “ফিলিপ তোমাকে ডাকার আগে ডুমুরগাছের নিচে তোমাকে দেখেছিলাম।” (৪৯)নথনেল বললেন, “হুজুর, আপনিই আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন! আপনিই বনি-ইস্রাইলের বাদশা!”

(৫০)উত্তরে হযরত ইসা আ. বললেন, “‘তোমাকে ডুমুরগাছের নিচে দেখেছিলাম’, বলায় কি তুমি ইমান আনলে? এর চেয়ে আরো মহৎ ব্যাপার তুমি দেখতে পাবে।” (৫১)এবং তিনি তাকে বললেন, “আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই বলছি, তুমি বেহেস্ত খোলা দেখবে এবং আল্লাহর ফেরেস্তুদের ইবনুল-ইনসানের ওপরে নামতে এবং উঠতে দেখবে।”